কনসেপ্ট
অ্যাডভার্টাইজিং
অ্যাডভার্টাইজিং অ্যান্ড ডিজাইন
৪৫, মিনি মার্কেট
মাচানতলা, বাঁকুড়া
ফোন: ৯৭৩৫৮ ০১২৫৬

বাঁকুড়া থেকে প্রকাশিত নিরপেক্ষ পাক্ষিক সংবাদপত্র

রাঢ় আলাপন

অলঙ্কারের দুনিয়ায়
একমাত্র ভরসা
শোভা জুয়েলার্স
চকবাজার গলি (স্টল নং-৫), বাঁকুড়া
ফোন: ৯৪৩৪১ ৩৪৭৩৪

Postal Registration No. SSP (BKU)/RNP-33 *email: aalaapan123@gmail.com* *RNI No.: WBBEN/2004/14957*

● দ্বাদশ বর্ষ ● ● পঞ্চম সংখ্যা ● ● ৪ এপ্রিল, ২০১৪ ● ● মূল্য ২.০০ টাকা ●

ফের ঝটিকা সফর মুনমুনের

আলাপন প্রতিনিধি: প্রথমবার এসেছিলেন ঝটিকা সফরে। প্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা হওয়ার ১৮ দিন পরে। বাঁকুড়ায় কর্মীসভা সেরেই ফিরে গিয়েছিলেন কলকাতায়। দ্বিতীয় দফায় এলেন আরও ৯ দিন পর। এবার অবশ্য একদিনের নয়, চারদিনের ঝটিকা সফর। এবার শুধু বাঁকুড়া শহর নয়, বাঁকুড়া লোকসভার সব বিধানসভাকেই একবার করে ছুঁয়ে গেলেন মুনমুন সেন।

১ এপ্রিল শুরু হল মেজিয়া দিয়ে। সেদিন আরও দুটি কর্মীসভা হল শালতোড়া ও পোয়াবাগানে। পরের দিন চলে গেলেন জঙ্গল মহল। সেখানে তিনটি সভা। এভাবেই নানা জায়গায় মিশ্র সাড়া পেলেন। কোথাও ভিড় একটু বেশি, কোথাও ভিড় কিছুটা পাতলা। কোথাও রাস্তায় তাঁকে দেখার জন্য উৎসাহী জনতা অপেক্ষায়।

এবার বাঁকুড়া সম্পর্কে কিছুটা হোমওয়ার্ক করেই এসেছেন। কথা ছিল, পঞ্চায়েত মন্ত্রী ও আগেরবারের প্রার্থী সুব্রত মুখার্জিও সঙ্গে থাকবেন। কিন্তু তিনি আসতে পারেননি। এসেছেন স্বামী ভরত দেববর্মা। আর ভোট

● ছুঁয়ে গেলেন সব বিধানসভা
● পছন্দ হল না বাড়ি! আপাতত ঠাঁই হোটেলেই
● মনোনয়ন দেবেন ১৭ এপ্রিল
● মনোনয়নের দিন আসবেন রিয়া-রাইমা

ম্যানেজার হিসেবে তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী জেলার দুই অরূপ— অরূপ খান ও অরূপ চক্রবর্তী।

তিনি থাকবেন বলে তিনখানা বাড়ি দেখে রেখেছিলেন জেলার নেতারা। কেন্দুয়াডিহির একটি বাড়িতে তিনি থাকবেন বলে নীল রঙ করা হয়েছিল। বিভিন্ন দামী আসবাবও আনা হয়েছিল। তাঁর রান্না করার জন্য রাঁধুনির ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু এই আয়োজনে মুনমুন বোধ হয় সন্তুষ্ট নন। তিনি উঠেছেন শহরের সপ্তপর্ণী হোটেলে।

গোটা রাজ্যেই তাপপ্রবাহ। বাঁকুড়ায় তো পারদ ৪১ ডিগ্রি ছাড়িয়ে গেছে। তাই দুপুরের দিকে কোনও কর্মসূচি রাখা হচ্ছে না। সকালের দিকে একটা, বিকেলে একটা, আর সন্ধেতে একটা— এভাবেই সাজানো হচ্ছে কর্মসূচি। যদিও মুনমুনের দাবি, গরমটা তাঁর কাছে কোনও সমস্যা নয়। দক্ষিণ ভারতে শুটিংয়ের সময় তিনি এর চেয়ে বেশি গরমে কাজ করেছেন।

চারদিনের ঝটিকা সফর সেরে এবারের মতো ফিরে যাচ্ছেন। আবার আসবেন মনোনয়নের সময়। তৃণমূল সূত্রের খবর, তিনি মনোনয়ন জমা দেবেন ১৭ মার্চ। সেইদিন দুই মেয়ে রিয়া-রাইমাও তাঁর সঙ্গে থাকবেন।

বারণ শুনছেন না বাসুদেব!

স্বরূপ গোস্বামী

বাসুদেব আচারিয়ার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। তিনি কারও কোনও কথাই শুনছেন না। আর এমন অভিযোগ কিনা উঠে আসছে খোদ তাঁর দল থেকেই। অভিযোগ করছেন খোদ জেলা সম্পাদক অমিয় পাত্র।

তবে কি বাম শিবিরে আবার অন্তর্দ্বন্দ্ব? জেলা সম্পাদক আর সাংসদের ঠান্ডা লড়াই? মিডিয়া এই পর্যন্ত শুনলে একটা মুখরোচক কিছু বানিয়ে তুলতেই পারে। একের পর এক চ্যানেলে হয়ে উঠতে পারে ব্রেকিং নিউজ।

আসলে, ঘটনাটা একটু অন্যরকম। এই বাহাত্তর বছর বয়সে, এই চড়া রোদের মাঝেও প্রচণ্ড পরিশ্রম করছেন বাসুদেব আচারিয়া। সেই সাত সকালে বেরিয়ে পড়ছেন। চড়া রোদের মাঝে এই গ্রাম থেকে সেই গ্রাম। আবার কখনও লম্বা পথ পায়ে হাঁটছেন। কোনও হোটেল বা বিলাসবহুল বাড়ি নয়, পার্টি অফিসের একটি ছোট্ট ঘরই আপাতত তাঁর ঠিকানা। সেই ঘরেই বা থাকছেন কতক্ষণ! দুপুরে ঠিকঠাক খাওয়াও জুটছে না অর্ধেক দিন। ডাক্তার থেকে শুরু করে দলীয় কর্মী— সবার পরামর্শ, বেশি পরিশ্রম করবেন না। কিন্তু কে শোনে কার কথা! তিনি দিব্যি চষে বেড়াচ্ছেন এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। ভর দুপুরেও বেরিয়ে পড়ছেন। কেউ কিছু বললেই তাঁর উত্তর তৈরি, 'এই কি প্রথম ভোট করছি নাকি? এত বছর ধরে এত ভোট করে এলাম। আর গরমকালে গরম লাগবে, এটাই তো স্বাভাবিক। এতে ভয় পাওয়ার কী আছে?' তাঁর বয়স বাহাত্তর, এটা তাঁকে বলতে গেলে হয়ত শুনিয়ে দেবেন, 'তোমার তো বয়স কম, চলো দেখি আমার সঙ্গে হাঁটতে পারো কিনা।'

বিপক্ষের তারকা প্রার্থী কখন কী রঙের শাড়ি পরছেন, কখন ডাব খাচ্ছেন, ক্যামেরা তাক করে আছে। পেছন পেছন ছুটছে ও বি ভ্যান। আর তিনি, বরাবরের মতো অনাড়ম্বর, আটপৌরে। ৩৪ বছরের সাংসদ, ছুটছেন এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে। প্রচার, গ্যামার থেকে অনেক দূরে, মানুষের মাঝে।

ভোটের জন্য বিয়ে পিছিয়ে গেল সৌমিত্রর

প্রসূন মিত্র, *বিষ্ণুপুর*

কথা ছিল, এই বৈশাখেই চার হাত এক হয়ে যাবে। পাত্রী ঠিক করাই ছিল। পাঁজি-টাঁজি দেখে দিনও নাকি ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সামনে ভোট বলে কথা। তার ওপর নিজে প্রার্থী। তাই বিয়ে আপাতত পিছিয়ে গেল সৌমিত্র খানের।

খুব অল্প বয়সেই বিধায়ক হয়ে গিয়েছিলেন সৌমিত্র। ২০১১ তে যখন কোতুলপুর থেকে জেতেন, তখন বয়স ছিল ৩২ বছর। এখন প্রায় ৩৫ বছর। এবার তিনি বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী। সারাদিন ছুটে বেড়াচ্ছেন ভোটের প্রচারে। তাই এখন বিয়ে করার সময় নেই।

বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলেই কিছুটা লাজুক হয়ে পড়ছেন সৌমিত্র। তাঁর ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে, হঠাৎ হঠাৎ মোবাইলে ফোন আসছে। ফোন নিয়ে আড়ালে চলে যাচ্ছেন সৌমিত্র। মুখে লাজুক হাসি। সহকর্মীরা অনুমানেই বুঝে নিচ্ছেন কার ফোন হতে পারে। প্রচারের ফাঁকে খাওয়া জুটল কিনা, কোথায় কেমন সাড়া— হবু স্ত্রী এমন নানা রকম খোঁজখবর নিয়ে চলেছেন।

পাত্রী এই জেলারই মেয়ে। অনেকদিনের জানাশোনা। পাত্র বিধায়ক, তাই মেয়ের বাড়ি থেকেও কোনও আপত্তি আসেনি। তাই বিয়ের ব্যাপারটা চূড়ান্ত হয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ করেই তৃণমূলে যোগ দেন সৌমিত্র। তাঁকেই বিষ্ণুপুর লোকসভা থেকে প্রার্থী করা হয়। জয়ের সম্ভাবনা বেশ ভালোই। বিধায়ক জামাই যদি সাংসদ হয়ে যান, শ্বশুরবাড়ির আপত্তি থাকার কথা নয়।

অন্য পাতায়

ভোটের সনেট ❑ **রবি কর**
ভোট পথের পাঁচালি ❑ **অরিত্র ধর**
বাইকে, বিনা মাইকে ❑ **সুদেষ্ণা রায়**
গাছের তলায় মুড়ি, লঙ্কা ❑ **প্রসূন মিত্র**
ভোটের আগে হনুমানের সন্ত্রাস!
চ্যাম্পিয়ন সারেঙ্গা

সবার উপরে মানুষ সত্য

সম্পাদকীয়

কে কোন পথে

নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি এখনও জারি হয়নি। তাই মনোনয়নের প্রক্রিয়াও শুরু হয়নি। কিন্তু ভোটের উন্মাদনা শুরু হয়ে গেছে অনেক আগে থেকেই। সবার আগে প্রচার শুরু করে দিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী ডা. সুভাষ সরকার। প্রায় ৬ মাস আগে থেকেই নিশ্চিত ছিল, তিনি প্রার্থী হচ্ছেন। তখন থেকেই নেমে পড়েছেন জন সংযোগে। শহরে আটকে থাকা নয়, বিভিন্ন ব্লকে, বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছে যাচ্ছেন। দলীয় সংগঠন হয়ত মজবুত নয়, বড় বড় সভা করা মুশকিল, এই সহজ সত্যিটা বোঝেন। তাই ছোট ছোট বৈঠকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। কত ভোট পাবেন, জানা নেই। তবে তিনি যে একটা ছাপ ফেলতে পেরেছেন, এটা মানতেই হবে।

বাসুদেব আচারিয়ার ব্যাপারে কিছুটা অনিশ্চয়তা ছিল। প্রার্থীতালিকা ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত সরাসরি মাঠে নামার কিছু অসুবিধা ছিল। তবু দলীয় কাঠামো অনুযায়ী কর্মীসভা, গণসংগঠনগুলিকে সক্রিয় করার উদ্যোগ ছিল। প্রার্থী ঘোষণা হতেই এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে, প্রত্যন্ত গ্রামে চষে বেড়ালেন তিনিও। সেই ভোর থেকে শুরু হচ্ছে প্রচার। এই বয়সেও ক্লান্তিহীনভাবে ছুটে বেড়াচ্ছেন। এলাকা তাঁর দীর্ঘদিনের চেনা। তবু চেষ্টার ত্রুটি রাখছেন না। গোটা রাজ্যে যখন প্রতিকূল হাওয়া, তখন তিনি অন্তত লড়াইটা ধরে রেখেছেন।

তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে মুনমুন সেন। প্রার্থী ঘোষণার প্রায় দু সপ্তাহ পর তাঁর পা পড়ল বাঁকুড়ায়। সেদিনই ফিরে গেলেন। আবার এলেন আরও দু সপ্তাহ পর। কলকাতা থেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, প্রতিটি গ্রামে যাব। একটা লোকসভা এলাকায় কতগুলো গ্রাম থাকে, তাঁর সম্ভবত জানা নেই। একটা বিধানসভায় কতগুলো গ্রাম থাকে, সেই গ্রামগুলো ঘুরতে কতদিন সময় লাগে, সেই ধারনাটুকুও নেই। তাঁর দুই নির্বাচনী ম্যানেজার, অরূপ খাঁ ও অরূপ চক্রবর্তী নিশ্চয় তাঁকে বুঝিয়ে দেবেন, বাঁকুড়া লোকসভায় কতগুলি গ্রাম আছে। একে তো প্রচার শুরুই করলেন এক মাস পর। যা শোনা যাচ্ছে, এই দফায় ব্লক শহরগুলিতে কর্মীসভা হবে। তিনদিনের ঝটিকা সফর সেরে আবার ফিরে যাবেন কলকাতায়। ফের আসবেন মনোনয়নের সময়।

এমন সেলিব্রিটি প্রার্থী আনার ফল হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন তৃণমূল নেতারা। সম্মানীয় অতিথি বলে কথা। তাঁর জন্য শহরেই চার খানা বাড়ি দেখা হল। কোথাও রঙ করিয়ে রাখা হল। কোনটা দিদিমনির পছন্দ হয়, কে জানে! কে তাঁর রান্না করবেন, সেই রাঁধুনি খোঁজ। ঘরে কী কী আসবাব থাকবে, জোগাড় করো। কোন গাড়ি তাঁর পছন্দ, তার ব্যবস্থা করো। নানা জায়গায় সুচিত্রা সেনের কাট আউট আনিয়ে রাখো। সুচিত্রার ছবির গান বাজাতে হবে, তার ব্যবস্থা করো। কোন মন্দিরে মুনমুন পুজো দেবেন, পুরোহিতকে আগাম বলে রাখো। পারলে তাঁর গামছাও কিনে আনো। এতেও যে তিনি খুশি হবেন, এমন নিশ্চয়তা নেই। পান থেকে চুন খসলেই কালীঘাটে রিপোর্ট হয়ে যাবে। ভাবতে অবাক লাগে, শীর্ষনেতাদের কী করুন পরিণতি। ভোটের আগে রাজনৈতিক প্রচার নেই। কার্যত তাঁদের ফাই ফরমায়েস খেটে যেতে হচ্ছে।

ভোটের আগে আরও কত রঙ্গ দেখতে হবে, কে জানে! এতে জেলার নেতাদের মর্যাদা কতখানি বাড়ছে, তাঁরাই জানেন।

ফেসবুকে আলাপন

মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার সহজ মাধ্যম হল ফেসবুক। এই ফেসবুকেও পেয়ে যাবেন রাঢ় আলাপনকে। বিশ্বের যে প্রান্তেই থাকুন, রাঢ় আলাপন আপনার হাতের নাগালেই। সার্চ করুন aalaapan bankura এতে আলাপনের বর্তমান সংখ্যা তো পাবেনই। পুরানো সংখ্যাগুলিও দেখতে পারেন। প্রতিটি পাতাই আপলোড করা আছে। এছাড়াও aalaapan bankura group এ ক্লিক করতে পারেন। পিডিএফ ফাইলে আরও সহজে পড়তে পারেন। সেখানেই নিজের মতামত দিতে পারেন। বাঁকুড়া ও বাঁকুড়ার বিভিন্ন শহর সংক্রান্ত আরও অন্তত পঞ্চাশটি কমিউনিটিতেও পেয়ে যাবেন রাঢ় আলাপন। সেখান থেকেও পড়তে পারেন।

চিঠিচাপাটি

ধন্যবাদ মুনমুন

গত কয়েকদিন বিভিন্ন গণমাধ্যমে মুনমুন সেনের নানা মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু রাঢ় আলাপনের সাক্ষাৎকারটি বেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ। সেখানে মুনমুনের তারকা ইমেজ যেমন আছে, তেমনই আছে বাঁকুড়ার গন্ধ। তিনি রাজনীতিতে কতটা অনভিজ্ঞ সেটা এই চিঠির বিষয় নয়। আমার ভাল লাগল, তিনি রাজনৈতিক সৌজন্যটা দেখিয়েছেন। প্রতিপক্ষকে কোথাও আক্রমণ করেননি। বরং বলেছে, 'যিনি এত বছর ধরে জিতে আসছেন, তিনি নিশ্চয় ভাল মানুষ।' বাঁকুড়ার কর্মীসভায় এসেও তিনি নিজের কথা, মুখ্যমন্ত্রীর কথা বলেছেন ঠিকই, কিন্তু বামফ্রন্টকে বা বিরোধী প্রার্থীকে আক্রমণ করেননি। তিনি জিতবেন কিনা জানা নেই। রাজনৈতিক বিরোধীতা তো থাকবেই, তবু শুরুতেই তিনি এমন সৌজন্যের পরিচয় দিলেন, তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

রাহুল ঘোষাল, *পাটপুর, বাঁকুড়া*

ঘরে ঘরে বৃদ্ধাশ্রম

বাঁকুড়া যে নিঃশব্দে এমন বদলে যাচ্ছে, তা আমরা বুঝতেই পারিনি। বুঝতে পারলাম 'ঘরে ঘরে বৃদ্ধাশ্রম' লেখাটি পড়ে। লেখাটি আমি পড়েছি। আমার স্ত্রীও পড়েছেন। সবাইকেই কোথাও একটা ছুঁয়ে গেল। বয়স্ক মানুষদের আজ সত্যিই বড় করুন অবস্থা। অনেক আশা নিয়ে ছেলে-মেয়েকে মানুষ করছেন। মেয়ের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। আর ছেলে প্রথমে পড়াশোনার জন্য বাইরে, তারপর চাকরি নিয়ে দেশের এক প্রান্তে বা বিদেশে চলে যাচ্ছে। বুড়ো বাবা-মা সেই বাড়িতেই পড়ে থাকছে। কোনও কোনও ছেলে হয়ত বাবা-মাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু বয়স যত বাড়ে, শিকড়ের প্রতি টানটাও ততই বাড়ে। নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারি। আমরাও এই বয়সে অন্য কোথাও গিয়ে মানিয়ে নিতে পারি না। ফলে, ছেলের কাছে গেলেও দিন দশেক পরেই ফিরে আসতে হয়। বাঁকুড়ার প্রতি একটা মায়া থেকেই গেছে। আপনাদের এই প্রতিবেদনটি ঘরে ঘরে জমে থাকা দীর্ঘশ্বাস আবার নতুন করে চিনিয়ে দিয়ে গেল। এরকম লেখা আরও ছাপুন। নইলে ওটাকেই আবার রিপিট করুন। এসব লেখা মানুষের আরও বেশি করে পড়া দরকার।

দিবাকর মুখার্জি, *প্রতাপ বাগান, বাঁকুড়া*

খেলাকেও গুরুত্ব দিন

আমি একজন ক্রীড়াপ্রেমী। রাত জেগে বিদেশি ফুটবল দেখি। ক্রিকেটও দেখি। তাই খেলার প্রতি আমার আগ্রহটা একটু বেশি। ফেসবুকের নানা গ্রুপে রাঢ় আলাপনের উপস্থিতি। কিন্তু সেখানে খেলার খবর সেভাবে পাই না। তাই হতাশ হতে হয়। মানছি, এটা বাঁকুড়ার কাগজ। বাঁকুড়ার খেলাধুলার খবর তো থাকতে পারে। জেলায় ক্রিকেট লিগ হয়ে গেল। ফুটবলেও নানা রকম টুর্নামেন্ট হচ্ছে। একটু খোঁজখবর রাখলেই তা জানা যায়। আপনারা জানলে, অন্যরাও জানতে পারবে। তাই অনুরোধ, খেলাকেও গুরুত্ব দিন।

রাজেশ পাত্র, *তালডাঙরা, বাঁকুড়া*

রাঢ় আলাপনের নতুন কার্যালয়ের ঠিকানা

রাঢ় আলাপন
কল্যাণী ভবন, কেরানিবাঁধ, লালবাজার, বাঁকুড়া
পিন— ৭২২১০১
এই ঠিকানায় চিঠি পাঠাতে পারেন।
আগের মতো ই-মেলেও পাঠাতে পারেন।
ঠিকানা: aalaapan123@gmail.com

গ্রাহক হতে চান?

বাড়িতে বসে রাঢ় আলাপন পড়তে চান? রাঢ় আলাপনের গ্রাহক হতে চান? ডাকযোগে আপনার বাড়িতে পৌঁছে যাবে রাঢ় আলাপন। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা মাত্র ১০০ টাকা। যোগাযোগ করুন ৮৯৪২৮ ২৫৮৫৬ নম্বরে।

হরিগ্রামে সাহিত্যবাসর

আলাপন প্রতিনিধি: এক গাঁয়ের দুটি পত্রিকা। একজনের বয়স দশ বছর। অন্যজনের বর্ষপূর্তি। এরা হল ওয়াবি ও সৃজনী। এরাই এবার একসাথে মিলিত হল। এদের উদ্যোগে হরিগ্রাম গোয়েঙ্কা স্কুলে আয়োজিত হল সাহিত্য বাসর। পত্রিকার আহ্বানে সারাদিন ধরে চলল আলোচনা, কবিতা পাঠ, নৃত্য ও সঙ্গীতানুষ্ঠান। রাঢ় বাংলার পত্রিকা, তাতে রাঢ়ের কথা থাকবে না? আর তাই আলোচনার বিষয়ও ছিল রাঢ় বাংলা সংস্কৃতি। বিভিন্ন জনে মতামত দিলেন। হল মত বিনিময়। বিভিন্ন সংখ্যায় এই কবি সাহিত্যিকদের লেখনীতেই ফুটে ওঠে সৃজন কথা। এঁদের কেউ প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উঠে আসা কোনও কবি। কেউ বা মফস্সলের। আর তাঁদেরকে এক জায়গায় মিলিত করার প্রয়াস ওয়াবি ও সৃজনীর। শুধু বাঁকুড়া নয়, পুরুলিয়া থেকেও ছুটে এলেন অনেকেই। এদের কেউ বা পত্রিকা সম্পাদক, কেউ কাব্য চর্চা করে চলেছেন বহুদিন ধরেই। কাব্য পাঠের মধ্যে দিয়ে সারাটা দিন এভাবেই মেতে উঠলেন তাঁরা।

সারা বাংলা একাঙ্ক নাটক

ত্রিদিব চক্রবর্তী

ছাতনা রিক্রিয়েশন ক্লাব। নামটার সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। শুধু খেলাধূলাতেই নয়, দীর্ঘদিন ধরেই তারা আয়োজন করে চলেছে সারা বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা। মাঝে কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর আবার নতুন উদ্যমে নেমে পড়েছিল তারা।

এবার তাদেরই উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছিল সারা বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা। উদ্যোগের কোনও খামতি ছিল না। কিন্তু ছাত্না নাট্যচর্চায় যেন ভাটার টান। সেভাবে দর্শকই বা হল কোথায়? তবুও তিন দিন যেন কীভাবে পেরিয়ে গেল। জেলার নাট্য দলগুলি যেমন অংশ নিল, বহিরাগতদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। ছাত্না বাসলী মন্দির প্রাঙ্গণে ২৮ থেকে ৩০ মার্চ তিনদিনের নাট্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিল ৯ টি দল। আসানসোল, চুঁচুঁড়া, নৈহাটি, দুর্গাপুর, বড়জোড়া, ছাত্না, ওন্দা— এদের নাটক উপভোগ করল নাট্যমোদি মানুষ। প্রতিযোগিতা মানেই প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়। সেরা নাটকের স্বীকৃতি পেল নৈহাটি বঙ্কিম স্মৃতি সংঘের 'পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা'। অসামান্য অভিনয়গুণে এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে গিয়েছিল নাটকটি। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সম্মানও উঠে এল এই নাটক থেকেই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানের দখল নিল যথাক্রমে দুর্গাপুর পাণ্ডুলিপির পেঙ্গি ও চুঁচুড়া বৈশাখী সংঘের জনক। পেঙ্গি নাটকে পেঙ্গি চরিত্রের জন্য দেওয়া হল শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পীর সম্মান। জনক নাটকে জনক চরিত্রের জন্য দেওয়া হল শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতার পুরস্কার। একথা ঠিক, ছাত্নার নাট্যচর্চায় ভাটার টান। তবুও বলতে হবে, একই ব্যক্তির লেখা দুটি নাটক দর্শকদের নজর কাড়ে। অভিনয় গুণে বহিরাগত নাট্য দলগুলিকে টেক্কা দিল তারাও। এর জন্যই নির্বাচক বিচারক মণ্ডলীর বিচারে মানুষ পুতুল নাটকের জন্য বিবেকানন্দ হাজরার হাতে তুলে দেওয়া হল শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপির পুরস্কার।

হাতির হামলা

আলাপন প্রতিনিধি: একদিকে তাপমাত্রার পারদ তুঙ্গে। অন্যদিকে ভোট যুদ্ধের দামামা। আর এর মাঝেই আবার হাতির হামলা। এই হাতির হামলাতেই প্রাণ গেল এক ব্যক্তির। বেশ কিছুদিন ধরেই গঙ্গাজলঘাটি এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে একটি দলছুট হাতি। এই হাতির আক্রমণে এর আগেও মৃত্যু ঘটেছে একজনের। এবার তার শিকার বৃন্দাবনপুর বড়াশোল গ্রামের নকুল কুণ্ডু। প্রাতভ্রমণে বেরোনোর সময় ঘটনাটি ঘটে বলে জানা গেছে। স্থানীয় ব্যক্তিদের অভিমত, অতর্কিতে হাতির আক্রমণ তাঁকে গুরুতর আহত করে। হাতিটি প্রথমে তাঁকে শুঁড়ে তুলে আছড়ে মারে। বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজে আহত ব্যক্তিকে নিয়ে যাওয়া হলেও পরে সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

লাইব্রেরির নতুন কমিটি

আলাপন প্রতিনিধি: ছাতনা চণ্ডীদাস গ্রন্থাগার পরিচালন কমিটির নতুন সভাপতি হলেন অভয় ব্যানার্জি। সম্পাদকের দায়িত্বভার পেলেন বিবেকানন্দ হাজরা। নতুন মুখ পাঁচজন। সুশান্ত গাঙ্গুলি, বিশ্বজিৎ কুম্ভকার, অভয় ব্যানার্জি, কৃষ্ণেন্দু সরেন, সঞ্জয় দত্ত। পুরানো সদস্যদের মধ্যে রইলেন অশোক কর, ত্রিদিব চক্রবর্তী, বিবেকানন্দ হাজরা। এর আগে সম্পাদক ছিলেন অশোক কর, সভাপতি ছিলেন বিশ্বজিৎ গোস্বামী।

সেলাম সারেঙ্গা

আবার হাসছে জঙ্গলমহল। এবার ফুটবলে তারা ছিনিয়ে নিল রাজ্য সেরার মুকুট। গত বছর উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যের প্রথম হয়েছিল সিমলাপালের রামানুজ সিংহ মহাপাত্র। এবার শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা আনল জঙ্গল মহলের আরেক ব্লক সারেঙ্গা। তবে এবার কারও একার কৃতিত্ব নয়, জয়ী হল একটা দল।

জেলার ফুটবলে সারেঙ্গার একটা নিজস্ব ঘরানা আছে। অসংখ্য প্রতিভাবান ফুটবলার ছড়িয়ে আছে এই এলাকায়। স্কুল, কলেজেও ফুটবলের প্রসার ভালই। স্পোর্টস কাউন্সিল নানা সময়ে উদ্যোগ নিয়েছে সারেঙ্গাকে ফুটবল মানচিত্রে আরও উঁচুতে তুলে আনার। আরও একধাপ এগিয়ে গেল সারেঙ্গা।

আন্ত কলেজ ফুটবলে প্রথমে জেলার মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সারেঙ্গার পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু মহাবিদ্যালয়। ফাইনালে তারা হারিয়েছিল বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজকে। জেলার সেরা দল হওয়ার সুবাদে সুযোগ পেয়েছিল রাজ্য পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করার। খেলা হয়েছিল কলকাতায়। বিভিন্ন কলেজ দলকে হারিয়ে প্রথম থেকেই নজর কাড়ে সারেঙ্গা। সেমিফাইনালে তাদের সামনে ছিল পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং। তাদের হারিয়ে ফাইনালে মুখোমুখি কলকাতার চারুচন্দ্র কলেজের। খেলা ছিল যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য। টাইব্রেকারে জয়ী হয় সারেঙ্গা।

বাঁকুড়াও তাহলে পারে! দেখিয়ে দিলেন প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে যাওয়া ফুটবলাররা। গোটা প্রতিযোগিতায় সেরা ফুটবলার সারেঙ্গার গোলকিপার সঞ্জীব মণ্ডল। এই সাফল্য অনেকটাই এগিয়ে দিল সারেঙ্গার ফুটবলকে। ফুটবলারদের কৃতিত্ব তো আছেই, কলেজের অন্যান্য শিক্ষকদের অবদানও কম নয়। এই দল আরও এগিয়ে চলুক। আগামী দিনে কলকাতার ময়দানে বাঁকুড়ার লড়াকু ছেলেরাও নিজেদের জায়গা করে নিক। বাংলার ফুটবলের সাপ্লাই লাইন হয়ে উঠুক জঙ্গলঘেরা এই সারেঙ্গা। দুরন্ত এই সাফল্যের জন্য এবারের লাল গোলাপ সারেঙ্গার সেই চ্যাম্পিয়ন ফুটবলারদের।

চক্ষুলজ্জাও নেই!

সেদিন এক পাঠক চিঠি লিখলেন। প্রতিবার কি লাল কার্ডটা ডি এম ও এস পি-র জন্যই বরাদ্দ? অন্য কাউকে দেখানো যায় না? ভাবছিলাম, এবার ওঁদের না দেখিয়ে অন্য কাউকে দেখানো যায় কিনা। সত্যিই তো, আর কি কাউকেই দেখানো যায় না!

কিন্তু কী আর করা যাবে! ওঁদের এমন ধারাবাহিকতা, একের পর এক অপকর্ম করেই চলেছেন। সবাইকে ছাপিয়ে যাচ্ছেন। ফলে, আবার ওঁদের না দেখিয়ে উপায় নেই। নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর আরও একটি নির্লজ্জ কেলেঙ্কারি করে বসে আছেন এস পি মশাই।

ভোটের দিন ঘোষণা হয় ৫ মার্চ। তারপর থেকেই গোটা দেশে নির্বাচনী আচরণবিধি চালু হয়ে গেছে। কিন্তু ১৭ ও ২১ মার্চ দু দফায় প্রায় নব্বই লাখ টাকা পাঠানো হয় ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তর থেকে। ট্রেজারি হয়ে তা জমা পড়ে পুলিস সুপারের স্টেট ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে (অ্যাকাউন্ট নম্বর ৯৮৫৪৫০০২২২ ও ৯৮৬০২০০২২৬)। ২৫ ও ২৬ মার্চ জেলা পুলিশ সুপার বিভিন্ন ক্লাব ও ব্যক্তির নামে ৮০০ টি চেক ইস্যু করেন। বিভিন্ন থানায় তা পাঠিয়ে দেওয়া হয়, জঙ্গল মহলের বিরাট সংখ্যক ক্লাবের মধ্যে বিলি করার জন্য (সব চেক নম্বর আছে)। বিষয়টি জানাজানি হতে চেক ফিরিয়ে নেওয়া হয়। সেই চেকের জেরক্স কপি অনেকের কাছেই আছে।

ভোটের দিন ঘোষণার পর এভাবে ক্লাবকে সরকারি টাকা দেওয়া যায়? তাও আবার পুলিশ সুপারের মাধ্যমে? পুলিশ সুপার জানতেন না, ভোটের আগে এভাবে সরকারি টাকা বিলি করা যায় না? তা সত্ত্বেও এমন নির্লজ্জ তাঁবেদারি করতে গেলেন? মুকেশ কুমার, আপনি আরও একবার কলঙ্কিত করলেন বাঁকুড়া জেলাকে। এবারের লাল কার্ড আপনাকে ছাড়া আর কাকে দেখাবো?

কেন এই বিভাগ?

কেউ জেলাকে গর্বিত করেন। কেউ লজ্জিত করেন। এই দুটি দিকই তুলে ধরার চেষ্টা। প্রথমটির জন্য লাল গোলাপ। দ্বিতীয়টির জন্য লাল কার্ড। সাম্প্রতিক ঘটনাকে খোলা চোখে মূল্যায়ণের চেষ্টা। এই বিশ্লেষণ নিছকই ইস্যুভিত্তিক। যাঁকে লাল কার্ড দেখানো হচ্ছে, অন্য কোনও সংখ্যায় কোনও ভাল কাজের জন্য তাঁর হাতেই লাল গোলাপ তুলে দিতেও কোনও কুণ্ঠা থাকবে না।

খাতড়ায় দমকল কেন্দ্রের দাবি

সুকুমার পতি, *খাতড়া*

দিন দুপুরে আগুন লাগল। সেই আগুন ছড়িয়ে গেল। খবর দেওয়ার পরেও দমকল এল অন্তত তিন ঘণ্টা পরে। সবমিলিয়ে বেশ ক্ষোভ তৈরি হয়েছে রাইপুর এলাকায়।

দিনটি ছিল রবিবার, ৩০ মার্চ। রাইপুরের নামোবাজারে হঠাৎ দাউ দাউ আগুন। এলাকার মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করলেন। আশেপাশে জলের তেমন সংস্থান নেই। ফলে, সময়মতো জল দেওয়া যায়নি। সেই সময় কাছাকাছি এলাকায় ভোটের প্রচারে এসেছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী নীলমাধব গুপ্ত। খবর পেয়েই তিনি ছুটে আসেন ঘটনাস্থলে। ওখান থেকেই তিনি ফোনে খবর দেন দমকলকে। তিনি নিজেও আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। একটু দূরেই প্রচারে ছিলেন বিজেপি প্রার্থী ডা. সুভাষ সরকার। তিনি তখন প্রথম দফার প্রচার সেরে একটি আদিবাসী বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজ সারছিলেন। খবর পেয়েই খাওয়া ছেড়ে তিনিও হাজির হয়ে যান রাইপুরের নামোবাজারে। তিনি যোগাযোগ করলেন বিডিও-র সঙ্গে। প্রশাসন যেন দ্রুত তৎপর হয়, সেই আর্জি জানালেন। দুর্গত পরিবারগুলির হয়ে তিনি নিজেই দরখাস্ত লিখে দিলেন। তাঁর দাবি, আগুন লাগাটা হয়ত দুর্ঘটনা। কিন্তু তিন ঘণ্টাতেও সেটা আয়ত্বে আনা যাবে না! এর জন্য কারা দায়ী? কোনও জলাশয় নেই, যেখান থেকে জল আনা যেতে পারে। দমকল কেন্দ্র বলতে বাঁকুড়া। খাতড়া এতদিনের মহকুমা শহর। সেখানে একটা দমকল কেন্দ্র থাকবে না কেন? অবিলম্বে খাতড়ায় একটি দমকল কেন্দ্র স্থাপন করা উচিত।

জেনারেল অবজার্ভার

বাঁকুড়া লোকসভা	কেদার নাথ	ফোন	০৯৪১৫১ ৫৫১২১
বিষ্ণুপুর লোকসভা	মুলচাঁদ মিনা	ফোন	০ ৯৪১৪০ ৮৫২৭২

পুলিশ অবজার্ভার

বাঁকুড়া জেলা	এল সি ভারতীয়া	ফোন	০৯৪২৫৮ ০৯৯৯৩

এক্সপেন্ডেচার অবজার্ভার

বাঁকুড়া	অনুপমকান্ত গর্গ	০৭৫৯৯১ ০২৪০০
বিষ্ণুপুর	ভি মাংরাজু	০৯৭৬৫০ ৬৫৩৭২

রাঢ় আলাপন

ডিসপ্লে বিজ্ঞাপনের রেটচার্ট

ফুল পেজ	(৩২ × ২২ সেমি)	৪০০০ টাকা
ব্যাক পেজ	(৩২ × ২২ সেমি)	৫০০০ টাকা
হাফ পেজ	(১৫ × ২২ সেমি) বা ৩০ × ১১ সেমি)	২০০০ টাকা
ব্যাক পেজ		২৫০০ টাকা
কোয়ার্টার পেজ	(১১ × ১৫ সেমি)	১০০০ টাকা

প্রথম পাতা

ইয়ার প্যানেল	(৫ × ৫ সেমি)	৩০০ টাকা
সোলাস	(১০ × ১০ সেমি)	১০০০ টাকা
স্ট্রিপ	(২২ × ৫ সেমি)	১০০০ টাকা

ভেতরের পাতা

বক্স	(১০ × ৫ সেমি)	৫০০ টাকা
স্মল বক্স	(৫ × ৫ সেমি)	২৫০ টাকা

একসঙ্গে তিন মাস বা ছ'মাসের চুক্তি করলে আকর্ষণীয় ছাড়।

যোগাযোগ করুন ৯০০৭৪ ৬৭১২৩

প্রবাসের চিঠি

কাজের সূত্রে বা অন্য কোনও কারণে বাঁকুড়ার বাইরে থাকেন? নিজের প্রিয় জেলার কথা খুব মনে পড়ে? বাঁকুড়ার নানা বিষয় নিয়ে আপনিও কিছু লিখতে চান? আপনাদের জন্যই থাকছে — প্রবাসের চিঠি।

মন খুলে নিজের কথা লিখুন। আপনার সেই বার্তা পৌঁছে যাবে আপনার প্রিয় মানুষদের কাছে। চিঠি লিখুন: aalaapan123@gmail.com

পিডিএফ বা জেপিজি ফর্মাটে পাঠাতে পারেন। সমস্যা হলে রোমান হরফেও লিখতে পারেন।

দামোদর ফার্মেসী

কেমিস্ট অ্যাণ্ড ড্রাগিস্ট

ছাত্না (মধ্যবাজার) বাঁকুড়া

ফোন নং: ৯৪৩৪০১৫২৬৪

বিজ্ঞাপনের জন্য

রাঢ় আলাপন পৌঁছে যাচ্ছে বাঁকুড়ার বিভিন্ন প্রান্তে। আপনি চাইলে রাঢ় আলাপনের হাত ধরে আপনার বিজ্ঞাপনও পৌঁছে যেতে পারে অনেক মানুষের কাছে। অল্প খরচেই বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন — ৯৯৩৩৩ ৭৩৯৪৩।

আপনার প্রশ্ন প্রার্থীর জবাব

লোকসভার প্রার্থীতালিকা ঘোষিত। আপনি আপনার এলাকার প্রার্থীকে প্রশ্ন করুন। সেই প্রশ্ন আমরা পৌঁছে দেব প্রার্থীর কাছে। তিনি জবাব দেবেন আপনার প্রশ্নের। বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর কেন্দ্রের প্রার্থীদের জন্যই এই প্রশ্ন। সিপিএম, তৃণমূল, বিজেপি বা কংগ্রেস— যে কোনও প্রার্থীর কাছেই আপনার প্রশ্ন রাখতে পারেন। এমনকি অপ্রিয় প্রশ্নও করতে পারেন। কয়েকজন প্রার্থীর সঙ্গে কথা হয়েছে। তাঁরা জবাব দিতে সম্মতি জানিয়েছেন। আশা করি, বাকিরাও উত্তর দেবেন।

প্রশ্ন পাঠান এই ঠিকানায়:

aalaapan123@gmail.com অথবা এস এম এস করতে পারেন ৯০০৭৪ ৬৭১২৩ নম্বরে। আপনার প্রশ্ন ৩০ মার্চের মধ্যে যেন পৌঁছে যায়।

আগামী সংখ্যায়

মুখোমুখি

বাসুদেব আচারিয়া

নানা অপ্রিয় প্রশ্ন, সোজাসাপটা উত্তর

বাসুলী প্রেস

ছাত্না ◆ বাঁকুড়া

এখানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি দ্বারা সমস্ত রকম ছাপার কাজ যত্ন সহকারে সুলভে করা হয়।

ফোন নং: ৯৪৩৪০০৪১০০

আপনিই রিপোর্টার

আমরা চাই, বাঁকুড়া জেলার নানা প্রান্তের খবর উঠে আসুক রাঢ় আলাপনের পাতায়। কিন্তু আমাদের সামর্থ্য সীমিত। সব জায়গায় প্রতিনিধি রাখাও সম্ভব নয়। তাই আপনিই হয়ে উঠতে পারেন আপনার এলাকার রিপোর্টার। এলাকার কোনও সমস্যা ও অভিযোগের কথা জানাতে পারেন। কোনও সভা, সমিতি বা অনুষ্ঠানের কথাও জানাতে পারেন। ফোন করুন ৯৮৩১২-২৭২০১ বা ৯৯৩২৩-২০৯৬৫ নম্বরে।

ভোট পথের পাঁচালি

অরিত্র ধর

না, নেই। খাস বাঁকুড়া শহরে ভোটের প্রচার এখনও তেমন নজরে আসছে না। ইতি উতি দেওয়াল লিখন, দু-একখানা হোর্ডিং, সে কি আর নেই? তবে বাতাসে ভোটের গন্ধ তেমন করে নাকে আসছে কই?

বরং নিম ভাজার গন্ধ আসছে। বাঁকুড়া বাজারের মূল রাস্তা ছেড়ে একটা গলিতে ঢুকে পড়েছি। পাশের বাড়িতে এই আট সকালে (সাত নয়) রান্না হয়ে এল বোধ হয়। নিম ভাজা আর ডিম ভাজার গন্ধে গলিতে এক আশ্চর্য মৌতাত। কর্তা-গিন্নি দুজনেই তো কাজে বেরোবেন। ওঁদের জন্য রিক্সাওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে গেটে। ভাজাভুজির গন্ধ ভাল লাগলেও আমি কিন্তু গলিতে ঢুকেছি আমার ওই পরিচিত রিক্সাওয়ালার সঙ্গে দুটো কথা বলব বলে।

কী ধরম কাকা, সময় হয়ে গেছে?

— ও, ভাইপো যে, আছো কেমন সব? বাড়ি গেইছিলে?

রিক্সাওয়ালা ধরম বায়েন আমার পাশের গাঁয়ের মানুষ। পেটের মোকাবিলায় আমার মতোই বাঁকুড়া শহরে ঘাঁটি গেড়েছে। আমরা দুজনই এখন এই শহরের ভোটার।

ভোট তো এসে গেল, কী মনে হচ্ছে বলো দেখি কাকা, বাঁকুড়ায় কোন পার্টি জিতবে?

ধরমের অপুষ্ট শীর্ণ মুখমণ্ডলে কোনও উৎসাহ খেলে না। হলুদ দাঁত বার করে ভীরু হাসি হাসে সে। এদিক ওদিক তাকায়। তারপর খেদের সঙ্গে বলে, আমাদের গরিবের লাল পার্টি তো ছতিচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে। তবু বাঁকুড়ায় দেখবে ওই লাল পার্টিই জিতবে।

'আমাদের লাল পার্টি'। কথাটা শুনে আমি মানুষটির মুখের দিকে চাই। কোন্ বোধ থেকে লাল পতাকাকে এই রিক্সাচালক 'আমাদের' বলে, তা বুঝবার চেষ্টা করি।

আহাম্মক আমি এটা ওটা প্রশ্ন করতেই ধরম কাকা বলে, 'অত বুঝাবুঝির কী? গরিবের রক্তই যে লাল।'

চমক লাগে আমার। বলি, আর বাবুদের রক্ত?

হলুদ দাঁত দেখিয়ে কাকা আবার হাসে। সেই ভীরু আর এদিক-ওদিক তাকানো হাসি। হেসে বলে, বাবু ভায়াদের রক্ত তো নীল। লাল লয় তো।

আশ্চর্য, blue blood প্রবাদটা তো মুর্খ রিক্সাওয়ালার জানার কথা নয়।

রিক্সাটা একটু পিছিয়ে আনে ধরম। ওই কর্তা গিন্নি বেরোচ্ছেন। ধরম চুপিসারে বলে, মমতা-বুদ্ধ আসছেন।

মমতা-বুদ্ধই বটে। কী নিয়ে উত্তেজিতভাবে তর্ক করতে করতে বেরোচ্ছেন ওই দম্পতি। একসময় দাদার সঙ্গে ভারি আলাপ ছিল। তা ঝালিয়ে নিতে একটু এগিয়ে গিয়ে বলি, দাদা, খুব গরম পড়ে গেল তো। মুনমুন সেন এই গরমে বাঁকুড়ায় থাকতে পারবেন?

দাদা রেগেই গেলেন। দিদির সঙ্গে মুখের জোরে না পেরে আমার ওপর ঝাল ঝাড়লেন। — আচ্ছা, মুনমুন মুনমুন করছেন সবাই। মুনমুনের একটা সিনেমাও তো কেউ দেখেনি বলছেন। আমিও বোধহয় দেখিনি। আপনি দেখেছেন?

আমি মিনমিন করি।

রিক্সায় উঠতে উঠতে জবাবটা দিদিই দিলেন, — কেন? বৈদুর্য রহস্য আমার সঙ্গে একসাথে দেখোনি ? দেখোনি অমর কন্টক? হুঁ ঃ !

দাদা চুপ। দিদি বলে চলেন, আসুন মুনমুন সেন, ওকে দেখতে জনতার ঢল নামবে। মুনমুন জিতবেই।

তর্ক করতে করতে মমতা-বুদ্ধ রিক্সায় চেপে চলে গেলেন। ওঁদের কর্মক্ষেত্র ভিন্ন। রিক্সায় গিয়ে বাস ধরবেন দুজন দুদিকের।

চলে যাওয়া রিক্সার পেছনে দেখি পোস্টার সাঁটা পদ্মফুলের।

ভারি অদ্ভুত না! রিক্সা চালক লাল। যাত্রীরা মমতা-বুদ্ধর মতো দ্বন্দ্বমুখর। আর রিক্সার গায়ে গেরুয়া পোস্টার।

জমবে! শীঘ্রই ভোট-যুদ্ধ জমে উঠবে এখানে।

ভোটের সনেট

রবি কর

হে বাঁকুড়া ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,—
তা সবে (অবোধ দিদি) অবহেলা করিয়া,
টলিউল-লোভে মত্ত করিল প্রেরণ
মুনমুনকে, যেথা আছে বৃদ্ধ আচারিয়া।

কালীঘাট, নবান্ন সবকিছু ছাড়িয়া,
ঘর, দল, প্রশাসনে নাহি দিয়া মন,
সুচিত্রার সয্যাপার্শ্বে দিদি ছিল পড়িয়া,
দেখিল সে নায়িকার লুকানো বদন।

স্বপ্নে তাঁকে ভোটলক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
ক্ষওরে বেটি তোর দলে বড় গোষ্ঠীবাজি।
টিকিট পেলে কাজি তারা, না পেলেই পাজি।
এই বেলা মুনমুনকে দে প্রার্থী করে।*
পালিল সে আজ্ঞসুখে, প্রচারের ফাঁকে,
বাঁকুড়াবাসী দেখতে পাবে রিয়া-রাইমার মা-কে।

বাঁকুড়া ভূমির প্রতি

রবি কর

রেখো মা বাসুরে মনে, এ মিনতি করি পদে
সাধিতে দলের কাজ,
শিরে যদি পড়ে বাজ,
ভোটহীন কোরো না গো, তব মন ইভিএমে।
পঞ্চায়েতে ফল প্রকাশে
লাল তারা গেছে খসে,
এ জেলার আকাশ হতে, তৃণমূলি ঝড়ে।
জিতিলে হারিতে হবে
চিরজয়ী কে কোথা কবে
রাইটার্স উঠে যায় হায়রে নবান্ন ধামে।
কিন্তু যদি এই রাঢ়ে
বিজেপি-র ভোট বাড়ে
জোড়াফুল খোড়া হবে নবেন্দ্র মোদির নামে।
যদি তুমি দয়া করো
ভোট কাটাকুটি করো
বিজয়ী করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে।
ফিরি যেন ক্ষমতাতে
লাল ঝাক্সা নিয়ে হাতে
যেমন ছিলাম মোরা, কী অ্যাসেম্বলি, কী সংসদে।।

বিজ্ঞাপনের জন্য

রাঢ় আলাপন এখন ছড়িয়ে পড়েছে জেলার নানা প্রান্তে। এমনকি সোশ্যাল সাইটের দৌলতে রাজ্যের ও দেশের নানা প্রান্তে। এই পত্রিকার মাধ্যমে অতি অল্প খরচে আপনি আপনার বিজ্ঞাপন পৌঁছে দিতে পারেন অসংখ্য পাঠকের কাছে। বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন — ৮৯৪২৮ ২৫৮৫৬ নম্বরে।

ভোট পর্ব

গোটা দেশজুড়েই চলছে ভোট পর্ব। বৃহত্তম গণতন্ত্রের মহোৎসব। বাঁকুড়াও মেতে উঠেছে নিজস্ব আঙ্গিকে। আগামী ২ মাস রাঢ় আলাপনের পাতাতেও উঠে আসবে ভোট সংক্রান্ত নানা লেখা। ভোট নিয়ে ছড়া, রম্যরচনা, অনুগল্প লিখে পাঠাতে পারেন (বাঁকুড়া জেলা সংক্রান্ত বিষয় হলে অগ্রাধিকার)। মৃদু শ্লেষ বা কটাক্ষ থাকতেই পারে। তবে তা যেন নিম্নরুচির না হয়।

পোস্ট বা কুরিয়েরেও লেখা পাঠাতে পারেন। ই মেলেও পাঠাতে পারেন।

স্মৃতিটুকু থাক

মৃত মানুষের হয়ে ভোটে প্রক্সি দিলাম

ভোট এগিয়ে আসছে। ভোট নিয়ে একটি মজার কথা মনে পড়ে গেল। ১৯৯৬ এর ঘটনা। আমি চাকরিসূত্রে বাইরে থাকি। সব ভোটে হাজির থাকতেও পারি না। সেবার ছিলাম। কিন্তু আমার কোনও এক 'শুভাকাঙ্খী' হয়ত ভেবেছিলেন, ভোটটা কেন নষ্ট যায়! তাই তারাই দিয়ে ফেলেছিল।

আমি বুথে গিয়ে জানতে পারলাম, আমার ভোট নাকি পড়ে গেছে। আমি বললাম, সে কী! আমি আসার আগেই আমার ভোট পড়ে গেল! আমার এত বড় শুভাকাঙ্খী কে আছেন ভাই! আগে বললেই পারত। তাহলে কষ্ট করে এত দূর থেকে আসতে হত না। অফিস কামাই করতে হত না।

বিভিন্ন দলের এজেন্ট হিসেবে যারা বসেছিল, তারা আমাকে চেনে। আমি বললাম, তোমরা তো আমাকে চেনো। আমার ভোট অন্য লোকে দিয়ে চলে গেল, তোমরাও কিছু বললে না! তাহলে এখানে বসেছো কেন? ওরা কিছুটা লজ্জায় পড়ে গেল। ওরা প্রিসাইডিং অফিসারকে বলল, স্যার, কিছু একটা ব্যবস্থা করুন। প্রিসাইডিং অফিসার বেশ রসিক মানুষ ছিলেন। তিনি বললেন, ব্যবস্থা একটা হতে পারে। নিশ্চয় কেউ না কেউ মারা গেছেন। আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে তেমন একটা নাম দিন। আমি একটা ব্যালট ইস্যু করতে পারি। ওঁরা সবাই মিলে একটা নাম জানালেন। সেই মৃত ব্যক্তির নামে একটা ব্যালট ইস্যু করা হল। কিন্তু আমি বললাম, আমার ভোট লোকে দিয়েছে বলে, আমিও কি লোকের নামে ফল্‌স ভোট দেব? প্রিসাইডিং অফিসার বললেন, মনে করুন, আপনি আপনারটাই দিচ্ছেন। আপনার হয়ে যে দিয়ে গেছে, সে মৃত ভোটারের হয়ে প্রক্সি দিয়েছে। এতে যে প্রক্সি দিয়েছে, তার পাপ কিছুটা কমবে। বলেই তিনি আমাকে লোকসভা ও বিধানসভার দুটো ব্যালট ধরিয়ে দিলেন। আমি ভোট দিলাম। তার পরে অবশ্য আমার ভোট আর কেউ দেয়নি। জানি না, এবার কী হবে।

সুনীল চক্রবর্তী, *ওন্দা*

চল্ সঞ্জু, দার্জিলিং

আমার সেবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। কিন্তু গরমে কোথায় আর যাব? যা রোদ, খেলাধুলা করার উপায়ও নেই। খেলতে গেলেও সঙ্গী পাওয়া মুশকিল। তখন বিনোদনের এত উপকরণও ছিল না। টিভি বলতে সেই দূরদর্শন। মামার ছেলেও উচ্চ মাধ্যমিক দিয়েছিল। ওরা দার্জিলিং যাচ্ছিল। সে বলল, আমাদের সঙ্গে যাবি? আমি তো এক কথায় রাজি। চলে গেলাম দার্জিলিং। সেই আমার প্রথম দার্জিলিং যাওয়া। শহরটার পরতে পরতে ইতিহাস। ভোরে উঠে পায়ে হেঁটে আমি আর মামাতো ভাই সঞ্জু বেরিয়ে পড়তাম। সেই প্রথম দার্জিলিংয়ের প্রেমে পড়া।

তার পর থেকে প্রতি বছর অন্তত দু*বার করে পাহাড়ে যাই। একবার এই মে-জুন মাস নাগাদ। আরেকবার শীতের সময়। এবারও যাব। ভোটের আগেই একবার ঘুরে আসব। প্রতিবারেই যাই। কিন্তু প্রথমবারের স্মৃতিটা এখনও মনে আছে। সঞ্জু এখন ব্যাঙ্গালোরে। খুব ইচ্ছে, তার সঙ্গে আরও একবার যাওয়ার। সঞ্জু, তুই না থাকলে আমার দার্জিলিং যাওয়াই হত না। চল, দুজনে মিলে আবার ঘুরে আসি। আবার সেই পায়ে হেঁটে সারা দার্জিলিং চষে বেড়াব।

প্রসূন মিত্র, *বিষ্ণুপুর*

ক্ষমা চাইছি

আর ভুল হবে না

আমার বাবা আজ আর নেই। তবে তাঁর কথা খুব মনে পড়ছে। পেশায় ছিলেন শিক্ষক। সরাসরি রাজনীতি না করলেও বাম রাজনীতির অনুরাগী ছিলেন। বাম রাজনীতি নিয়ে অনেক পড়াশোনাও করতেন। আমার সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা করতেন না। অন্যদের বলতেন, 'বামপন্থা মানে তো শুধু ভোটে জেতা নয়, বামপন্থা মানে তো শুধু পঞ্চায়েতের ভাগ বাটোয়ারা নয়। তার থেকে অনেক বড় কিছু। কিন্তু এখন যারা রাজনীতি করে, তারা এসব বোঝে না' সেই কারণে বাবা মার্কস-লেনিন পড়লেও পার্টি অফিসে যেতেন না।

আমার বুঝতে ভুল হয়েছিল। আমি ভাবতাম, বাবা হয়ত বাম রাজনীতিকে পছন্দ করছেন না। তাই একবার তৃণমূলে ভোট দিয়ে এসে বাড়িতে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিলাম। বাবার কানেও গিয়েছিল। আমাকে কিছু বলেননি। কিন্তু মাকে বলেছিলেন, আমার এত শিক্ষা ব্যর্থ হয়ে গেল! আমার বাড়ি থেকে কিনা তৃণমূলে ভোট পড়ল! আমার প্রতি বিশ্বাসটা বোধ হয় চলে গিয়েছিল। আমি বুঝতে পারিনি, বাবা এতটা কষ্ট পাবেন। বুঝলে হয়ত বাবার বিশ্বাসকেই মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করতাম। এই লেখার মাধ্যমে বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। প্রকাশ্যে স্বীকার করছি, এবার বামেদেরই ভোট দেব। কিন্তু দুঃখের কথা, বাবা সেটা জানতে পারবেন না।

শুভময় পতি, *খাতড়া*

আপনিও লিখুন

এই বিভাগটা পাঠকদের জন্যই। আপনিও আপনার নানা অনুভূতির কথা লিখে জানাতে পারেন। কোনও প্রিয়জনকে যদি মনে পড়ে, যদি তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাতে চান, তা অকপটে লিখতে পারেন। যদি ক্ষমা চেয়ে মনকে হালকা করতে চান, তাও লিখতে পারেন। তবে কোনও তিক্ত স্মৃতি বা অন্যকে দোষারোপ না করাই ভাল। আপনার স্মৃতিচারণে যেন অন্য কেউ আঘাত না পান। যদি গুছিয়ে লিখতে না পারেন, তাও চিন্তার কিছু নেই। আপনি আপনার ভাষায়, আপনার মতো করেই লিখে পাঠান। আপনার বক্তব্য অক্ষুন্ন রেখে আমরা প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করে নেব।

চিঠি পাঠান: রাঢ় আলাপন, কল্যাণী ভবন, কেরানিবাঁধ, লালবাজার, বাঁকুড়া, পিন ৭২২১০১।

ই মেল: aalaapan123@gmail.com

একনজরে বাঁকুড়া লোকসভা

১৯৫২ জগন্নাথ কোলে (কং) ও পশুপতি মণ্ডল (কং) (যুগ্ম জয়ী)

১৯৫৭ পশুপতি মণ্ডল (কং), রামগতি ব্যানার্জি (কং) (যুগ্ম জয়ী)

বছর	জয়ী	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী
১৯৬২	রামগতি ব্যানার্জি (কং)	কানাইলাল দে (পি এম পি)
১৯৬৭	জিতেন্দ্রমোহন বিশ্বাস (সিপিআই)	অতুল্য ঘোষ (কং)
১৯৭১	শঙ্কর নারায়ণ সিংদেও (কং আর)	মহাদেব মুখার্জি (সিপিএম)
১৯৭৭	বিজয় মণ্ডল (বি এল ডি জনতা)	শঙ্কর নারায়ণ সিংদেও (কং)
১৯৮০	বাসুদেব আচারিয়া (সিপিএম)	শঙ্কর নারায়ণ সিংদেও (কং)
১৯৮৪	বাসুদেব আচারিয়া	অরুণ কুমার ভট্টাচার্য (কং)
১৯৮৯	বাসুদেব আচারিয়া	আশিস চক্রবর্তী (কং)
১৯৯১	বাসুদেব আচারিয়া	ব্রজবাসী বিশ্বাস (কং)
১৯৯৬	বাসুদেব আচারিয়া	গৌরীশঙ্কর দে (কং)
১৯৯৮	বাসুদেব আচারিয়া	সুকুমার ব্যানার্জি (বিজেপি)
১৯৯৯	বাসুদেব আচারিয়া	নটবর বাগদী (নির্দল)
২০০৪	বাসুদেব আচারিয়া	দেবপ্রসাদ (তারা) কুণ্ডু (টিএমসি)
২০০৯	বাসুদেব আচারিয়া	সুব্রত মুখার্জি (কং)

বিষ্ণুপুর লোকসভা

বছর	জয়ী	নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী
১৯৬২	পশুপতি মণ্ডল (কং)	বিশ্বনাথ বাউরি (সিপিআই)
১৯৬৭	পশুপতি মণ্ডল (কং)	এম এম মল্লিক (বিএসি)
১৯৭১	অজিত কুমার সাহা (সিপিএম)	গুরুপদ খান (কং আর)
১৯৭৭	অজিত কুমার সাহা (সিপিএম)	গৌরচন্দ্র লোহার (কং)
১৯৮০	অজিত কুমার সাহা (সিপিএম)	তুলসীদাস মণ্ডল (কং)
১৯৮৪	অজিত কুমার সাহা (সিপিএম)	গৌরচন্দ্র সাহা (কং)
১৯৮৯	সুখেন্দু খাঁ (সিপিএম)	জয়ন্ত কুমার মল্লিক (কং)
১৯৯১	সুখেন্দু খাঁ (সিপিএম)	সাধন মাজি (কং)
১৯৯৬	সন্ধ্যা বাউরি (সিপিএম)	আশিস রজক (কং)
১৯৯৮	সন্ধ্যা বাউরি (সিপিএম)	পূর্ণিমা লোহার (কং)
১৯৯৯	সন্ধ্যা বাউরি (সিপিএম)	অভিবাস দুলে (টিএমসি)
২০০৪	সুস্মিতা বাউরি (সিপিএম)	জনার্দন সাহা (টিএমসি)
২০০৯	সুস্মিতা বাউরি (সিপিএম)	শিউলী সাহা (টিএমসি)

অল্প খরচে আপনার বিজ্ঞাপনকে পৌঁছে দিন অনেক বেশি মানুষের কাছে। ধর্ম ও জ্যোতিষ ছাড়া সব ধরণের বিজ্ঞাপন দিতে পারেন। যোগাযোগ করুন: ৯০০৭৪ ৬৭১২৩, ৯৯৩৩৩ ৭৩৯৪৩

টেলিফোনে কোনও খবর জানাতে চান?
ফোন করুন ৯৮৩১২২৭২০১

ইন্দাস

হুড খোলা জিপে ঘুরিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হল দীপকে

আলাপন প্রতিনিধি: হুড খোলা গাড়িতে চাপিয়ে ঘোরানো হল তাঁকে। না, তিনি লোকসভা নির্বাচনের কোনও তারকা প্রার্থী নন। তিনি সদ্য জঙ্গিদের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া দীপ মণ্ডল। মিজোরামে তাঁকে অপহরণ করা হয়। বন্দী রাখা হয়েছিল বাংলাদেশের দুর্গম জঙ্গলে। চার মাস বন্দি থাকার পর তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তিনি নিজের বাড়ি ইন্দাসে ফিরে এসেছেন।

রবিবার ছুটির দিন তাঁকে নিয়ে ইন্দাসে হয়ে গেল বিরাট এক শোভাযাত্রা। একটি হুডখোলা জিপে তাঁকে গোটা এলাকা ঘোরানো হয়। মঞ্চে তুলে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। দীপ যে কোম্পানিতে কাজ করতেন, সেই কোম্পানির অন্যতম কর্তা বিজয় যাদবকেও সংবর্ধনা দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, দীপের মুক্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন বিজয়বাবু।

এলাকার মানুষেরাও দীপের মুক্তির দাবিতে দিনের পর দিন লড়াই চালিয়ে গেছেন। প্রশাসনের ওপর নানাভাবে চাপ তৈরি করে গেছেন। তাঁর পাশে থাকার জন্য দীপ এলাকার সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

জামিন নিতে হল সুস্মিতা বাউরিকে

আলাপন প্রতিনিধি: ভোটের আগে অন্তর্বর্তী জামিন নিতে হল সুস্মিতা বাউরিকে। বিষ্ণুপুরের এই সাংসদের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রনোদিতভাবে হয়রানি করা হয়েছিল, এমনই অভিযোগ।

অতি সক্রিয় প্রশাসন

সম্প্রতি বর্ধমানের গলসিতে আদিবাসীদের একটি মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন সুস্মিতা। সেই মিছিলে আদিবাসী সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে কারও কারও হাতে তির-ধনুক ছিল। সুস্মিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, তাঁর নেতৃত্বে সসস্ত্র মিছিল করা হয়। এর জন্য তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা রুজু করে।

সুস্মিতা বলেন, এটা আদিবাসীদের দীর্ঘদিনের পরম্পরা। ওই মিছিলে কোনও রকম প্ররোচনাও ছিল না। তৃণমূলের নেতারা প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছে, তখন পুলিশ নির্বিকার। অথচ, আমাদের একটা মিছিলকে ঘিরে অহেতুক জটিলতা তৈরি করা হচ্ছে। ভোটের আগে অযথা হররানির জন্যই এইসব অভিযোগ আনা হচ্ছে। ব্যস্ত প্রচারের মাঝে বর্ধমান গিয়ে আমাকে জামিন নিতে হল।

ভোটের বাজারে সন্ত্রাস চালিয়ে গেল হনুমান

আলাপন প্রতিনিধি: নির্বাচনী সন্ত্রাস নয়, হনুমানের সন্ত্রাসে অতিষ্ঠ পাটপুর। বাঁকুড়া শহরের এই অঞ্চলে কয়েকদিন ধরেই রীতিমতো 'দাদাগিরি' চালাচ্ছিল একটি হনুমান। তাঁর যখন যা ইচ্ছে, তাই করছিল। কখনও রাস্তায় পেরিয়ে যাওয়া লোককে চড় কষিয়ে দিচ্ছে। কখনও কারও বাড়িতে ঢুকে কাউকে কামড়ে দিচ্ছে। কখনও বাচ্চা ছেলে দেখলে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। কখনও কোনও দোকানে চড়াও হচ্ছে। দোকানের কর্মচারি ভয়ে দোকানছাড়া। আর সেই সুযোগে হনুমান বাবাজীবন যা খুশি খেয়ে যাচ্ছে। আর বেরোনোর সময় আরেক দফা চড়চাপড় দিয়ে চলে যাচ্ছে। সবমিলিয়ে অন্তত জনা পনের গরুতর আহত। রবিবার সেই সন্ত্রাস চরম মাত্রায় পৌঁছল। সেদিন যে ছুটির দিন, তা হনুমানটা জানত কিনা কে জানে! সেদিনই অবশ্য সে ধরা পড়ল। একটি ঘরে ঢুকতেই বাইরে থেকে একজন দরজা বন্দ করে দিলেন। ডাকা হল বনদপ্তরের লোকেদের। শেষমেষ ঘুমপাড়ানি গুড়ি ছুঁড়ে তাঁকে অজ্ঞান করা হয়। তারপর সেই হনুমানটিকে জঙ্গলে ছেড়ে আসা হয়। জ্ঞান ফিরলে সন্ত্রাসের পরবর্তী অধ্যায় কোথায় দেখা যাবে, কে জানে!

প্রার্থী দিচ্ছে জে এম এম

আলাপন প্রতিনিধি: বাঁকুড়া লোকসভায় প্রার্থী দিচ্ছে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা। প্রার্থীর নামও ঘোষণা হয়ে গেছে। তিনি হলেন পর্শ মারান্ডি। রাজ্যে মোট ছটি আসনে প্রার্থী দিচ্ছে জে এম এম। তার মধ্যে বাঁকুড়াও রয়েছে। আগের নির্বাচনে ঝাড়খণ্ড নরেন গোষ্ঠীর হয়ে প্রার্থী দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রয়াত নরেন হাঁসদার স্ত্রী চুনীবালা হাঁসদার সঙ্গে দেখা করে সেই প্রার্থী প্রত্যাহার করিয়েছিলেন সুব্রত মুখার্জি। এবারও তেমন প্রক্রিয়া চলতে পারে। তাই মনোনয়ন প্রত্যাহারের সময় না পেরোনো পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না জে এম প্রার্থী নির্বাচনে রইলেন কিনা। তবে জে এম এমের দাবি, '৩৪ বছরে রাজ্যে উন্নয়ন হয়নি। ৩৪ মাসেও তা হচ্ছে না। শুধু সহজ সরল মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে।

তাই আদিবাসী সমাজসহ পিছিয়ে পড়া মানুষেরা আমাদের দিকেই ভোট দেবেন।' জেতার সম্ভাবনা যে নেই, তা একরকম স্বীকার করেই নিচ্ছেন ঝাড়খণ্ড নেতৃত্ব। তাঁদের কথায়, 'আমরা হয়ত জিতব না। কিন্তু আদিবাসী ভোট নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলবে না। আদিবাসীরা যে বাম বা তৃণমূল কাউকেই বিশ্বাস করে না, এমন একটা বার্তা আমরা দিতে চাই। অন্তত জঙ্গল মহলের মানুষ আমাদের সমর্থন করবেন।'

সারেঙ্গার জঙ্গলে প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার

আলাপন প্রতিনিধি: একসময় মাওবাদিরা পুঁতে গিয়েছিল। সেই অস্ত্র উদ্ধার করল যৌথবাহিনী। একটি গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তারা হানা দেয় সারেঙ্গার ভালুকচেরা জঙ্গলে। মেদিনীপুর জেলার সীমানা ঘেঁসা এই অঞ্চলে এক সময় মাওবাদিদের মুক্তাঞ্চল ছিল। কিন্তু যৌথবাহিনী অভিযানের সময় তারা সেই জঙ্গল থেকে পালিয়ে যায়।

পুলিশ সূত্রের খবর, যাওয়ার সময় তারা সেই অস্ত্রগুলি নিয়ে যেতে পারেনি। মাটির তলায় রেখে যায়। তল্লাশি চালিয়ে পাওয়া গেল একটি কার্বাইন, ১০ টি দেশি বন্দুক, ৯০০-র বেশি কার্তুজ, ৮ টি ডিটোনেটর, ২৫ টি জিলেটিন স্টিক। এগুলি জড়ো করা হয়েছিল বড়সড় কোনও নাশকতার জন্য।

টিচার ইনচার্জকে করা হবে সেকেন্ড পোলিং পার্সন!

আলাপন প্রতিনিধি: নির্বাচনের ডিউটি নিয়ে নানা অভিযোগ উঠে আসছে। পদমর্যাদা অনুযায়ী দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে না, এমন অভিযোগ উঠে আসছে নানা মহল থেকে। জেলা নির্বাচন দপ্তরে যোগাযোগ করেও সুরাহা হচ্ছে না, এমন অভিযোগ বিভিন্ন শিক্ষক ও সরকারি কর্মীদের।

জোড়হীড়া হাইস্কুলে দীর্ঘদিন টিচার ইনচার্জ হিসেবে আছেন সোমনাথ চক্রবর্তী। কিন্তু তাঁকে এবার করা হয়েছে সেকেন্ড পোলিং অফিসার। সাধারণত, হাইস্কুলের শিক্ষকদের নিয়োগ করা হয় প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে। ফার্স্ট ও সেকেন্ড পোলিং পার্সন হিসেবে থাকেন মূলত প্রাথমিক শিক্ষক ও গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি কর্মীরা। সোমনাথবাবুও অতীতে দুবার প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু এবার সেকেন্ড পোলিং পার্সনের দায়িত্ব পেয়ে তিনি বেশ বিস্মিত। তাঁর দাবি, 'ভোটের ডিউটি করতে আমার আপত্তি নেই। অতীতেও করেছি। ভবিষ্যতেও করতে পারি। আমি দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাই না। কিন্তু আমার চেয়ারের তো একটা মর্যাদা আছে। টিচার ইনচার্জ পদমর্যাদার একজনকে সেকেন্ড পোলিং পার্সন করাটা সেই চেয়ারকে অসম্মান করা। আশা করি, প্রশাসন তাদের ভুল শুধরে নেবে।'

পাঠকের সঙ্গে

কেমন লাগছে রাঢ় আলাপন?

খোলামনে নিজের মতামত জানান।

কোনও বিষয়ে আপনার নির্দিষ্ট কোনও পরামর্শ থাকলে তাও জানান।

আমাদের অবস্থান সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন থাকলে নির্দ্বিধায় জানাতে পারেন।

আপনাদের প্রশ্ন, আমাদের জবাব।

সবমিলিয়ে একটা খোলামেলা আড্ডা হয়ে যাক। মেল বা এস এম এস করতে পারেন। ফেসবুকেও প্রশ্ন করতে পারেন।

ই মেল:

aalaapan123@gmail.com

ফোন: ৯০০৭৪ ৬৭১২৩

বাইকে, বিনা মাইকে

সুদেষ্ণা রায়, *বিষ্ণুপুর*

উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত মাইক বাজানো যাবে না। ঘেরা জায়গায় চলতে পারে। তবু কে কোথায় অভিযোগ ঠুকে দেয়, তখন অনেক ঝামেলা। তাই মাইক নয়, তিনি অ-মাইক।

বড়সড় কনভয় নয়, বাইক বাহিনীও নয়, অনেক গ্রামে একাই ঢুকে যাচ্ছেন। বিয়াল্লিশটি কেন্দ্রের মধ্যে আর কোনও কেন্দ্রে তৃণমূলের কোনও প্রার্থী বাইক নিয়ে ঘুরছেন বলে জানা নেই।

মাইক না হয় নেই, বাইক তো আছে। এই লু বওয়া রোদেও তিনি বাইকে চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এই গ্রাম থেকে ওই গ্রাম। জেলার এক তৃণমূল প্রার্থী মুনমুন সেন যখন দামি গাড়ি চড়ে কলকাতা থেকে আসছেন, তখন তৃণমূলেরই আরেক প্রার্থী ঘুরছেন বাইকে। পেছনে কখনও সংগঠনের ব্লক সভাপতি বা কোনও স্থানীয় কর্মী। বড়সড় কনভয় নয়, বাইক বাহিনীও নয়, অনেক গ্রামে একাই ঢুকে যাচ্ছেন। বিয়াল্লিশটি কেন্দ্রের মধ্যে আর কোনও কেন্দ্রে তৃণমূলের কোনও প্রার্থী বাইক নিয়ে ঘুরছেন বলে জানা নেই।

কিন্তু সৌমিত্র খান বেছে নিয়েছেন তাঁর প্রিয় বাহনকে। মাঝে মাঝে যে গাড়িতে ঘুরছেন না, এমন নয়। তবে বেশিরভাগ সময়ই তাঁকে দেখা যাচ্ছে বাইকে। হঠাৎ এই অভিনব ভাবনা কেন? সৌমিত্রর জবাব, 'আগে তো বাইকই চালাতাম। এটাই বেশি ভাল লাগে। সব গ্রামে চওড়া রাস্তাও নেই। সেখানে বাইক নিয়ে অনেক সহজে পৌঁছে যাওয়া যায়।'

সৌমিত্র কংগ্রেস ঘরানাতেই বেড়ে উঠেছেন। বাবা ধনঞ্জয় খান কংগ্রেস করতেন। সেই সূত্রে বাবার সময়কার অনেক নেতার সঙ্গে কাকু-জেঠুর সম্পর্ক। তাঁদের কেউ কেউ কংগ্রেসেই আছেন, কেউ এসেছেন তৃণমূলে। সৌমিত্র গ্রামে গ্রামে পৌঁছে যাচ্ছেন সেই প্রবীণ মানুষদের বাড়ি। গিয়েই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছেন। তারপরই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছে, 'কাকু, চিনতে পারছেন? আমি আপনাদের সেই বাপ্পা'। হ্যাঁ, সৌমিত্রর ডাকনাম বাপ্পা। এই নামেই এখনও অনেকেই তাঁকে ডাকেন। তিনিও অহেতুক দূরত্ব না বাড়িয়ে 'ঘরের ছেলে' হওয়ার দিকেই মন দিচ্ছেন। রাজনীতির কথা বলছেন ঠিকই, তবে মোটেই চড়া সুরে নয়। বরং, ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলোকে আরও নতুন করে ঝালিয়ে নিতে চাইছেন।

কিন্তু মুশকিল হল কংগ্রেস প্রার্থীকে নিয়ে। আইনজীবী নারায়ণচন্দ্র খানকে প্রার্থী করেছে কংগ্রেস। তিনি আবার সৌমিত্র-র বাবার সঙ্গে রাজনীতি করা মানুষ। কয়েক মাস আগে সৌমিত্র নিজেও ছিলেন কংগ্রেস বিধায়ক। সৌমিত্র তাঁকে কাকু বলেই ডাকেন। প্রচারে বেরিয়ে 'কাকু'কে ভাইপোর বিরুদ্ধে বলতেই হচ্ছে। সৌমিত্র অবশ্য পাল্টা আক্রমণে যাচ্ছেন না। মুচকি হেসে বলছেন,

সৌমিত্র অবশ্য পাল্টা আক্রমণে যাচ্ছেন না। মুচকি হেসে বলছেন, 'নারাণকাকুর আশীর্বাদ তো আগেই পেয়ে গেছি। প্রার্থী হওয়ার আগেই উনি আশীর্বাদ করে ছিলেন। এখন নিজে প্রার্থী হয়েছেন বলে তো আর ফিরিয়ে নিতে পারবেন না।'

সোশ্যাল সাইটে জোরদার প্রচারে সিপিএম

আলাপন প্রতিনিধি: এবার ভোটে হাইটেক প্রচারে যাচ্ছে সিপিএম। কমবয়সী ভোটারদের আকৃষ্ট করতে ব্যাপক প্রচার চালানো হচ্ছে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে।

এমনিতেই জেলার বাম নেতা কর্মীদের অনেকেই সোশ্যাল সাইটে আছেন। তাঁদের নামে অ্যাকাউন্ট আছে। অধিকাংশই বেশ সক্রিয়। নিয়মিত নানা রকম স্ট্যাটাস আপডেট করেন। তবে এবার আরও বড় আকারে তা

করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা বামফ্রন্ট।

তথ্যপ্রযুক্তির ওপর দখল আছে, এমন লোকেদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বাসুদেব আচারিয়া ও সুস্মিতা বাউরি— এই দুই প্রার্থীর নামে আলাদা কমিউনিটি খোলা হয়েছে। সেখানে প্রচারের নানা ছবি আপলোড করা হচ্ছে। বিভিন্ন কাগজে কী কী বেরিয়েছে, তার কাটিংও থাকছে। সংসদে বাসুদেব বাবুর পারফরমেন্স, বক্তৃতার ক্লিপিংস থাকছে। লোকসভা টিভিতে দেওয়া সাক্ষাৎকারের লিঙ্কও দেওয়া আছে। বাঁকুড়ারই একটি স্টুডিওতে বাসুদেব আচারিয়ার দীর্ঘ এক সাক্ষাৎকার রেকর্ড করার পরিকল্পনা আছে। সেই সাক্ষাৎকারের বিভিন্ন অংশ ইউ টিউবের মাধ্যমে ফেসবুকে জুড়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ, চাইলেই তা শোনা যাবে। দিন পনেরোর মধ্যেই দারুণ সাড়া পড়ে গেছে। দলীয় নেতৃত্বের দাবি, নতুন প্রজন্ম মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, এমন একটা প্রচার আছে। কিন্তু সোশ্যাল সাইটের এই সাড়া বলে দিচ্ছে, চিন্তাশীল মানুষদের একটা বড় অংশ এখনও বামেদের দিকেই রয়েছে।

বাঁকুড়ায় রাঢ় আলাপনের অনুমোদিত বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

কনাসেপ্ট অ্যাডভার্টাইজিং

অফিস: ৪৫, মিনি মার্কেট
মাচানতলা, বাঁকুড়া
ফোন: ৯৭৩৫৮ ০১২৫৬
ই-মেল: *concept.advertising123@gmail.com*

আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন

গাছের তলায় মুড়ি, লঙ্কা

প্রসূন মিত্র, *বিষ্ণুপুর*

এই কেন্দ্র থেকে দশ বছরের সাংসদ সুস্মিতা বাউরি। তাঁর আগে সাংসদ ছিলেন তাঁর মা সন্ধ্যা বাউরি। সন্ধ্যা ছিলেন পেশায় শিক্ষিকা। মেয়ে সুস্মিতা পেশায় আইনজীবী। মা-মেয়ে দুজনেই রাজনীতির চেনা মুখ। এতদিন এই বিষ্ণুপুর আসনে জয় নিয়ে বামপন্থীদের ভাবতে হয়নি। রাজ্যের নিরাপদ কেন্দ্রগুলির অন্যতম ছিল এই বিষ্ণুপুর। কিন্তু এবার কি সেই নিশ্চিত আসন ধরে রাখা সম্ভব? সেটাই বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে বিষ্ণুপুরবাসীর কাছে।

সিপিএম এবারও সুস্মিতাকেই প্রার্থী করেছে। বিষ্ণুপুরের প্রার্থী হলেও থাকেন বাঁকুড়া শহরে। ফলে, কেউ কেউ বহিরাগত বলছেন। গত পাঁচ বছরে এলাকার রাজনৈতিক ছবিটাই বদলে গেছে। আগে যেখানে বিরোধীদের খুঁজে পাওয়া যেত না, এখন সেখানে প্রকাশ্যে সিপিএম করি বলার লোক পাওয়া কঠিন। বিশেষত, জয়পুর, কোতুলপুরে পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিতে একটি আসনেও প্রার্থী দিতে পারেনি সিপিএম। ইন্দাস, পাত্রসায়ের, বিষ্ণুপুরেও বাম শিবির ছত্রভঙ্গ। তাই শেষ পঞ্চায়েতে নিরিখে এখানে সিপিএম অনেকাই পিছিয়ে। সেই অঙ্কে লড়াইটা বেশ কঠিন। দু'বারের সাংসদ সুস্মিতা অবশ্য বলছেন, 'পঞ্চায়েতে ভোট কোথায় হল? যা হয়েছে, তা প্রহসন। মানুষ ভোট দিতে পারলে ওরা এত সহজে জিতবে না।'

ঘুরছেন বিভিন্ন এলাকায়। কখনও কারও রান্না ঘরে ঢুকে পড়ছেন। রান্নাতেও হাত লাগাচ্ছেন। আবার গরমে গ্রামের গাছের তলায় বসে পড়ছেন। গ্রামের মানুষ নিয়ে আসছেন মুড়ি, কাঁচালঙ্কা। তাই দিয়ে দিব্যি দুপুরের খাওয়া হয়ে যাচ্ছে প্রার্থীর। তবে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে অপ্রিয় নানা প্রশ্ন শুনতে হচ্ছে। কেউ বলছেন, উন্নয়ন হয়নি। কেউ বলছেন, এলাকায় দেখা যায় না। সুস্মিতা অনেকটা মেনেই নিচ্ছেন, 'গত চার পাঁচ বছর ধরেই ওরা সন্ত্রাস চালাচ্ছে। কোনও মিটিং করতে দিচ্ছে না, পার্টি অফিস খুলতে দিচ্ছে না। তার মধ্যেও যাওয়ার চেষ্টা করি।' তবে সংসদের ভেতর সুস্মিতার ভূমিকা অবশ্য ভালই। উপস্থিতি, প্রশ্ন করা, বিতর্কে অংশ নেওয়া— এসবে তৃণমূলের অধিকাংশ সাংসদের থেকেই তাঁর পারফরমেন্স ভাল। সুস্মিতা আত্মবিশ্বাসী, 'যেখানে যেটুকু কাজ করার সুযোগ পেয়েছি, করেছি। গত তিন বছর ধরে তো রাজ্যে উন্নয়নের যে নুমনা দেখছি, রাজ্যের মানুষও তা দেখেছেন। তাঁরা ঠিক সময় ঠিক কাজ করবেন।'

রাঢ় আলাপনের পক্ষ থেকে স্বরূপ গোস্বামী কর্তৃক কেরানিবাঁধ, লালবাজার, বাঁকুড়া থেকে প্রকাশিত। বাসুলী প্রেস, ছাতনা, বাঁকুড়া থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদক: স্বরূপ গোস্বামী।**